বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডিসি ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি

মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ও মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদ থেকে অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের দাবীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা দায়রা ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা। এসময় তাঁরা মেহেরপুর কোর্টের প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বেলা ১২ টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করে সংগঠনের ছাত্ররা।
এর আগে গত ২০ নভেম্বর তাকে প্রত্যাহারের দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। অ্যাডভোকেট ম্সোতফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনকে সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা পার হওয়ায় আজ এই কর্মসূচি পালন করে তাঁরা। কর্মসূচি পালনকালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনের সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহম্মেদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব তাহসিন পাননা, যুগ্ম সদস্য সচিব সজিব হাসান, মুখ্য সংগঠক শাওন, সংগঠক আশিক রাববী, মো নাসিম রানা বাধন, শাকিরুল ইসলাম, তামিমুর রহমান তুষার, আফিফ হাসান আবির, মাহমুদুল হাসান সিয়াম, সামিউল ইসলাম, আরিফ হোসেন প্রমুখ।
কর্মসূচি পালন কালে সেনাবাহিনীর একটি টিম এসে উপস্থিত হন। পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক শামীম হোসেন তাঁদের কাছে আসেন এবং নতুন করে স্বারকলিপি প্রদান করার অনুরোধ জানান। বিষয়টি প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে ছাত্ররা তাঁদের কর্মসূচি ১০ দিনের জন্য স্থগিত করেন। বেঁধে দেওয়া সময় অতিক্রম হলে মেহেরপুর জেলাসহ দেশ ব্যাপি আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর জজকোর্টের শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পিপি মনোনীত হওয়ার পর থেকে তাঁকে প্রত্যাহারের দাবীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মসূচি পালন ও আল্টিমেটাম প্রদান করেন।

মেহেরপুরে চার বছরের শিশু ধর্ষণ মামলা বৃদ্ধর যাবজ্জীবন জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চার বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে তছলেম উদ্দিন (৫৯) নামের এক বৃদ্ধর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ, ও নারী ও শিশু নিযার্তন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তহিদুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সঙ্গে ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিত তছলেম উদ্দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত বিলাত মিস্ত্রির ছেলে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২২ আগষ্ট দুপুরে প্রতিবেশী চার বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পাশের একটি বাগানে নিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ওই দিন রাতে ওই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করে। মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা তছলেম উদ্দিনকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আদালত তদন্ত প্রতিবেদন,

ভিকটিমের জবানবন্দী ও সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ পযার্লোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ, ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলার রায় ঘোষনার সময় আসামি আদালতে হাজির ছিলেন।

আর মামলায় বাদি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন অ্যাড. রোকেয়া ও আসামি পক্ষের আইনজিবী ছিলেন একেএম আসাদুল আলম।

তিন বছরেও শেষ হয়নি ভবন কাজ, লাপাত্তা ঠিকাদার

সময় সীমা তিন বছর পার হলেও শেষ হয়নি ভবন নির্মানের অনেক কাজ। ভবন হস্তান্তর না পেয়ে পুরাতন ভবনে গাদাগাদি করে ক্লাশ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে দাবী শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকদের। এদিকে নির্মান কাজের অনেক বাকী থাকলেও , অতিরিক্ত ৩২ লাখ টাকা তুলে নিয়ে লাপাত্তা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। তবে এসবের দায় নিচ্ছেন না শিক্ষা প্রোকৌলী বিভাগ। এমন তথ্য পাওয়া গেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি দারুসুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার বহুতল ভবন কাজে।

২০২১ সালে কাজ শেষ হবার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। হস্তান্তর হয়নি মাদ্রাসা ভবন। এক প্রকার বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত ভবনে ও মেঝেতে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ রয়েছে, জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী সার্বিক সহযোগিতায় অতিরিক্ত বিল দেয়া হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। তবে এসবের দায় নিতে চান না বর্তমান জেলা শিক্ষা প্রকৌশলী।

প্রাপ্ত তথ্য মতে. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পে আওতায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুসুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয় ৪ তালা বহুতল ভবনের কাজ পায় কুষ্টিয়ার আনিসুর রহমান নামের এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কাজটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৭৫ ভাগ। তার বিপরীতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল দেয়া হয়েছে

২ কোটি ৬৭ লাখ ৫ হাজার টাকার। কাজ শেষ না করার পরও ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল ২৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়াও কাজ শেষ হওয়ার আগেই পিজি (পার্সোনাল গ্যারান্টেড) থাকা প্রায় ১৬ লাখ ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করতে সহযোগিতা করেন সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম মুত্তাকিন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত বিল্ডিং না থাকায় শিক্ষার্থীরা মান্দার মেঝে ও পরিত্যক্ত বিল্ডিং গুলোতে ক্লাস করছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, বিল্ডিং না থাকাই শিক্ষা কার্যক্রম ও বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাস থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এক রুমেই অনেকজন গাদাগাদি করে আবার কখনও কখনও খোলা আকাশের নিচে ও মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। সঠিকভাবে লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকায় অনেক শিক্ষার্থীরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছেন বলে জানান তারা। শিক্ষার্থীদের দাবী, নব নির্মিত ভবনের কাজ শেষ করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।

মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর জানান, পরিত্যাক্ত বিল্ডিং এর শিক্ষা পরিবেশ না থাকায় শিক্ষার্থীদের ক্লাস করাতে অনেক কষ্ট হয়। অনেক সময় ঝড় বৃষ্টির সম্মুখক্ষণ হতে হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ক্লাসসহ অন্যান্য ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংয়ের কাজ দ্রুতই শেষ করে হস্তান্তর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

এ বিষয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে বলতে চাইলে কোন কথা বলতে রাজি হননি।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারি প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান জানান, কত টাকা বিল কিভাবে দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আমার জানা নেই। আমার কাজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তথ্য দেওয়া বাকিটা নির্বাহী প্রকৌশলী জানেন বলে জানান সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম মুস্তাকিন জানান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান লোকজন দুই থেকে তিনটি কাজ নেওয়ার ফলে এই বিল্ডিং এ কাজ করতে পারেননি। নিজের কিছুটা দায় গাফেলতি স্বীকার করে সংবাদটি প্রচার না করার অনুরোধ জানান সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিবুল আহসান বলেল, যোগদানের পর থেকে একাধিকবার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে দ্রুত কাজটি শেষ করার জন্য। সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী কি কারণে অতিরিক্ত ৩২ লাখ টাকা বিল দিয়েছেন বিষয়টি আমার জানা নেই। এ দায়ভার আমি নিতে চাই না বলে জানান বর্তমান এই নির্বাহী প্রকৌশলী।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে বিনামূল্যে মৎস্য উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সদস্যেদের মাঝে অফ ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছের পোনাসহ চাষের উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে সংগঠিত সমিতির ২৫ জন সদস্যের মাঝে সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ- ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উক্ত উপকরণ বিতরণে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোহাঃ সাইফুল ইসলাম, বামুন্দি শাখা ব্যবস্থাপক মোহাঃ মনিরুল ইসলাম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোহাঃ ইকরামুল হাসান ও সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো: খালেদ কবির।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে

বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটান।

আজ বুধবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে এবং তাদের সাহসিকতা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জগতে আরও বিকশিত করুক।

অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম। এছাড়াও সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল হালিম, মিরাজ উদ্দিন, প্রভাষক মোঃ নাসির উদ্দিন, রুপালি বিশ্বাসসহ শিক্ষকমণ্ডলী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে যেমন আবৃত্তি, গান ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও

সমাবেশ

চট্টগ্রাম আইনজীবি সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৭ নভেম্বর) দুপুর ২টায় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী ভবনের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরাম, মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র সদস্য মখলেছুর রহমান খান (স্বপন) বক্তব্য রাখেন।

https://youtu.be/49rfZbPplXo?si=-bJoaCiuue4m-XJj

এছাড়াও এসময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি আদিল করিম, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুল আযম খোকন, এ কে এম জিল্লুর রহমান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফরিদ উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আব্দুল আলিম, অর্থ সম্পাদক
আরিফুজ্জামান, এডভোকেট আ. ন. ম. আল মামুন (অনল) সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ আটক ১

মেহেরপুরে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আউয়াল (৬০) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) সকালে তাকে আটক করে। আটককৃত আব্দুল

আউয়াল মেহেরপুর সদর উপজেলার কালী গাংনী গ্রামের কলোনি পাড়ার মৃত নিয়ামত শেখের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি মেজবাউদ্দিন জানান, মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদি কলেজের রাস্তা সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা ডিবি পুলিশের এসআই উত্তম কুমারের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আউয়ালকে আটক করে। আটককৃত আব্দুল আউয়াল এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে দিনব্যাপি “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ অনুষ্ঠিত

“স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে বৈষম্যহীন সমাজ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস আর সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।’

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিস চত্তরে আয়োজিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে এসব কথা বলেন অংশগ্রহণকারী ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তারা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা দিনব্যাপি এই সংলাপের আয়োজন করে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি

আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিএফজির উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম’র গাংনী উপজেলা শাখার সূরা সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সংগ্রাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজি আব্দুল লতিফ, বিএনপি নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, পিএফজির গাংনী উপজেলা শাখার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কমরেড হাসেম আলী, গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব সাদ্দাম হোসেন, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আকলিমা খাতুন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে” অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম, যশোর অফিসের সমন্বয়ক গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাত্তত্ববোধ বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হলে স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে বন্ধ হবে সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের কিছু ধর্মান্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের ওপর উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। এসব উস্কানিদাতাদের চিহিৃত করে সকলে মিলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষের সম-অধিকার, সুযোগের সমতা ও সমমর্যাদা গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতা অশোক চন্দ্র বিশ্বাস উভয়ই বলেন, ‘সব ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ।

সাম্প্রতিক সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব “স্বারদীয় দূর্গোৎসব” বাংলাদেশের সংকাবিহীনভাবে পালনের উজ্জল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে পূজা উৎযাপন করেছে। যা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনকল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী দুই ছাত্রনেতা মোজাহিদ ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে।’

মেহেরপুর টিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) তে বিভিন্ন ট্রেড ও এসেট প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৩ টার দিকে টিটিসির কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণার্থীদের এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অক্টোবর-ডিসেম্বর সেসনের ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, ম্যাশনারী, আইটি সাপোর্ট এন্ড সার্ভিস, কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস, টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং এই পাঁচ টি ট্রেডের ১শ ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ফাইল, সিবিএলবি, সিএস, খাতা, কলম, ফাইল এবং এসেট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ ও টি শার্ট প্রদান করা হয়।

টিটিসি’র অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার বলেন, প্রশিক্ষণার্থীদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এসেট প্রোগ্রাম থেকে এ ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইন্সট্রাক্টর (ম্যাশনারী) শিখা খানম, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (আইটি) আলামিন হোসেন,ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিকস) মাসুদ পারভেজ, ইন্সট্রাক্টর (গার্মেন্টস) আনিসুর রহমান সহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপস্থিতিতে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ সোমবার (২৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে বার্ষিক বহিকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন ।

প্রভাষক জান্নাতুল নাঈমের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো

উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মিরাজ উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, তবিবুর রহমান, প্রভাষক রূপালী বিশ্বাস, নিষ্কৃতি মণ্ডল, নাসির উদ্দীন, রেকসোনা আক্তার, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ইকরামুল হাসান প্রমুখ।